প্রথম আলো

তারিখ 28 JUN 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

শাস্তি বহাল থাকলে আবারও কর্মসূচি দেবেন শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪ শিক্ষার্থীর একাডেমিক শাস্তি পুরোপুরি প্রত্যাহার না হলে আবারও আন্দোলনের কর্মসূচি দেবেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা এ কথা জানিয়েছেন।

শিক্ষার্থীরা জানান, কয়েক দিন আগে তাঁরা এই দাবিতে অনশন পালনকালে খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছিলেন। তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, কারও শিক্ষাজীবন নষ্ট হবে না। কিন্তু তাঁরা জানতে পেরেছেন, একাডেমিক শাস্তি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এ রকম কিছু হলে তাঁরা ওই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে আবার আন্দোলন শুরু করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পক্ষ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক শাস্তি মওকুফের পক্ষে। অন্য একটি পক্ষ এই শাস্তি বহাল রাখার পক্ষে। দ্বিতীয় পক্ষটি মনে করছে, শাস্তি বহাল থাকলে শিক্ষার্থীরা বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে এবং প্রশাসনে রদবদল হবে।

সূত্র জানায়, গত ৫ এপ্রিল ক্যাম্পাসে অস্থিরতা সৃষ্টি ও ভাঙচুরসহ বিভিন্ন অভিযোগে গত ৬ জুন চার শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে, সাতজনকে দুই বছরের এবং ১৩ জনকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ১৩ জুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন থেকেই বিক্ষোভ, ক্লাস বর্জন ও আমরণ অনশন শুরু করেন। ১৭ জুন খুলনার মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক অনশনস্থলে এসে শিক্ষার্থীদের নিয়মানুযায়ী একাডেমিক কাউন্সিলে আপিল করার আহ্বান জানান। তিনি শিক্ষার্থীদের কেউ একাডেমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং কারও ছাত্রত্ব নষ্ট হবে না বলে আশ্বাস দেন। এই আশ্বাসে তাঁরা আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকে শিক্ষকদের একটি অংশ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক শাস্তি পুরোপুরি মওকুফ করার প্রস্তাব দেয়। তবে শিক্ষকদের অপর একটি অংশ এর বিরোধিতা করে। গত বুধবার খুলনার বিভিন্ন স্থানীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের শাস্তি কমিয়ে অর্ধেক করা হয়েছে। একাডেমিকভাবে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত বহাল থাকছে। এ খবরে শিক্ষার্থীরা আবার ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।

গত মঙ্গলবার একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাইলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ফিরোজ আহমেদ বলেন, একাডেমিক কাউন্সিলে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা দু-এক দিনের মধ্যে জানানো হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার গাজী আবদুল্লাহেল বাকি বলেন, ছাত্রদের নোটিশ দিয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।